১৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা শহরে বিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা প্রসঙ্গে

সরকার শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু ঢাকা শহরে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি সরকারী বিদ্যালয় রয়েছে, যে সমস্ত বিদ্যালয়েকে সবাই লেখাপড়ার দিক থেকে ভাল বিদ্যালয় বলে জানে এবং বছরের প্রথম ভর্তির সময় প্রতি আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয় ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্রকে। যারা ভর্তি হবার সুযোগ পায় তাদের ভাগ্য ভাল, আর যারা ভর্তি হবার সুযোগ পায় না তারা নিরুপায় হয়ে "রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ের মত" নিম্নমানের বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। যেখানে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগে ৪৬০/- টাকা এবং মাসিক বেতনও সরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অথচ লেখাপড়া শেখানো হয় দায়সারাভাবে। শিক্ষকগণ ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়াতেই বেশী আগ্রহী। পরীক্ষার সময়ও দেখা যায়, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়ে তাদের দিকেই শিক্ষকগণ নজর রাখেন বেশী। বৎসরের প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হয় একটি সিলেবাস। ক্লাসে শেখানো হোক বা না হোক সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা হয়। অনেক অভিভাবকই যাদের সামর্থ্য আছে তারা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার আশায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট প্রাইভেট পড়ান আর যাদের সামর্থ্য নেই তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকে। কাজেই, সরকার যদি সত্যিকারভাবেই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে চান তাহলে অতিশীঘ্র ঢাকা শহরে আরও সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের ভর্তি খরচ ও মাসিক বেতন কমানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষকগণ যাতে প্রাইভেট পড়াতে নিরুৎসাহিত হয় এবং ক্লাসে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

—আবদুল ওয়াদুদ,
তল্লাবাগ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।